

প্রথম আলো

তারিখ ... 21 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২১ ...

প্রাথমিক বৃত্তি পেল ৫৪ হাজার ৯১৮ জন শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক •

এ বছর ৫৪ হাজার ৯১৮ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক বৃত্তি পেয়েছে। এর মধ্যে মেধা কোটায় ২১ হাজার ৯৯৮ জন, সাধারণ কোটায় ৩১ হাজার ৭০৮ জন এবং সম্পূর্ণক (এক এলাকায় না পেল পার্শ্ববর্তী এলাকায় বন্টন করা) বৃত্তি পেয়েছে এক হাজার ২১২ জন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১১-এর ফলাফলের ভিত্তিতে এই বৃত্তি বন্টন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই বৃত্তি বন্টনের ঘোষণা দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফজালুল আমিন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সবচেয়ে বেশি বৃত্তি পেয়েছে ঢাকা বিভাগের শিক্ষার্থীরা, ১৬ হাজার ৪৬ জন। রাজশাহী বিভাগে পেয়েছে সাত হাজার ৬৭৮ জন, খুলনায় ছয় হাজার ২৩৪, চট্টগ্রামে ১১ হাজার ১৫২, বরিশালে তিন হাজার ৮২৬, রংপুরে ছয় হাজার ১৭২ এবং সবচেয়ে কম বৃত্তি পেয়েছে সিলেট বিভাগে, তিন হাজার ৮১০ জন।

মোট ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে বৃত্তির হার সবচেয়ে বেশি পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে (পিটিআই-সংলগ্ন), ১১ দশমিক ৬৭ শতাংশ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ২ দশমিক ৪০ শতাংশ।

বৃত্তির ফল www.dpc.gov.bd, www.mopmc.gov.bd এবং <http://dpc.telctalk.com.bd>—এই ওয়েবসাইটগুলোতে দেখা যাবে। এ ছাড়া টেলিটক মুঠোফোনেও (DPE<>THANA CODE<> ROLL AND SEND TO 16222) ফল পাওয়া যাবে।

মেধা কোটায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ২০০ টাকা এবং এককালীন ১৫০ টাকা পাবে। আর সাধারণ কোটায় বৃত্তিপ্রাপ্তরা প্রতি মাসে ১৫০ টাকা এবং এককালীন ১৫০ টাকা পাবে। নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত (২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর) এই বৃত্তি দেওয়া হবে।

বৃত্তির ফল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তৈরি করলেও শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। কারণ শিক্ষার্থীরা তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে পড়ে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন বলেন, মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও পাঁচ হাজার বাড়ানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে ৫৫ হাজার নির্ধারিত আছে। তবে এটা ফল তৈরির সময় সামান্য কম-বেশি হয়। এবারও ওই নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে ৮২ জন কম বৃত্তি পেল।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল মল্লুমদার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ প্রমুখ।